ভোরের কাগজ

FEB. 06 2002

ছাত্রদল ক্যাডারদের মধ্যে গ্রেপ্তার আতঙ্ক, অনেকে গা ঢাকা দিয়েছে

হাওয়া ভবন থেকে কলকাঠি নাড়া হচ্ছে : একটি গ্রুপের দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল ক্যাডারদের মধ্যে গ্রেপ্তার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। গত চার দিনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং হল থেকে পুলিশ কমপক্ষে ছয়জন ছাত্রদল ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করলে ক্যাডারদের মধ্যে এই আতঙ্ক শুরু হয়।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, বিএনপি এবং ছাত্রদলের হাওয়া ভবনকেন্দ্রিক একটি গ্রুপ এই গ্রেপ্তারের বিষয়ে কলকাঠি নাড়ছে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের ১৫-২০ জনের ক্যাডার একটি তালিকা গোয়েন্দা পুলিশের কাছে দিয়েছে বলে ঐ সূত্র থেকে দাবি করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময় জমজমাট মধুর কেন্টিন ছাত্রদল ক্যাডারদের গ্রেপ্তারের পর এখন প্রায় ফাঁকা। গতকাল মধুর কেন্টিনে ছাত্রদলের স্থগিত কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দু'একজন নেতা ছাড়া হল পর্যায়ের কোনো নেতাকর্মীকে দেখা যায়নি।

গত ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আসাদ গ্রুপ শিশির গ্রুপকে বন্দুকযুদ্ধের মাধ্যমে হটিয়ে মুহসীন হল দখল করার পর গোয়েন্দা পুলিশ ছাত্রদল ক্যাডারদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে।

ঐদিনই আসাদ গ্রুপের আসাদকে অনেক নাটকীয়তার জন্ম দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমবার আসাদকে গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে হল থেকে তাকে পুলিশ আবার গ্রেপ্তার করে। ছাত্রদলের একটি সূত্র জানায়, আসাদকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দিলে শেষমেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন পুলিশকে।

মুহসীন হল দখলের ৩ দিন পর সূর্যসেন হলের মামুন গ্রুপ এবং জসীমউদ্দিন হলের লাল্টু গ্রুপের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বন্দুকযুদ্ধ হয়। এ ঘটনার পর পুলিশ সূর্যসেন হলে তল্লাশি চালিয়ে তেমন কোনো অস্ত্র উদ্ধার করতে না পারলেও হল শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদকে গ্রেপ্তার করে।

পরদিন দুপুরে মধুর কেন্টিনের সামনে থেকে গোয়েন্দা পুলিশ লাল্টু গ্রুপের অন্যতম নেতা আহসান উদ্দীন খান শিপনকে গ্রেপ্তার করে। গত সোমবার গ্রেপ্তার হয় বঙ্গবন্ধু হলের লিটন এবং এফ. রহমান হলের ছাত্রদল ক্যাডার রোকনুজ্জামান।

গতকাল আরো দু'জন ছাত্রদল ক্যাডার সূর্যসেন হলের ফরহাদ এবং জিয়া হলের শিমুলের গ্রেপ্তারের কথা ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রদল ক্যাডারদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানা যায়। তবে ফরহাদ এবং শিমুলের গ্রেপ্তার সম্পর্কে দু'রকম খবর পাওয়া গেছে। পুলিশও এ বিষয়ে মুখ খুলছে না।

ছাত্রদল কেন্দ্রীয় এবং হল পর্যায়ের ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা গ্রেপ্তার আতঙ্কের বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, ওপর থেকে খেলাধুলা শুরু হয়েছে, আমরা এ খেলার গুলি মাত্র।